দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 26 DEC 1993
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলন

ডঃ হাসনা বেগম

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এখনও অগ্রসরমান পর্যায়ে আসেনি। শিক্ষার মান এখনও একটা সীমাবদ্ধ জায়গায় এসে স্থবির হয়ে আছে। কলোনিয়েল মানসিকতা নিয়ে ব্রিটিশ বেনিয়ারা এদেশে এসে প্রথমেই এখানকার জনপদের মাঝে শ্রেণীবৈষম্যের বীজটি বপন করে। সেই সুবাদে সমাজের একটা শ্রেণীকে লেখাপড়া শিখিয়ে শিক্ষিত করে তুলতে হবে। এই শিক্ষিত সম্প্রদায় হবে অন্যান্য শ্রেণীর প্রভু। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, শিক্ষিত বাঙালীরা একটা শ্রেণীতে তালিকাভুক্ত হবে, এটাই অভিজাত শ্রেণী বা এরিস্টোক্রেটিক পরিবার। এরা মৌলিক মানবিক থেকে শুরু করে জীবনযাপনের যাবতীয় ভোগ-বিলাসের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করবে। পশ্চিমা ধাতের প্রভুসুলভ মানসিকতা নিয়ে এরা এ দেশের অশিক্ষিত দরিদ্র সমাজের প্রতিনিধি আলখেল্লা ধারণ করে প্রভুর ভূমিকা পালন করবে। ঠিক তেমনি এরা ইংরেজ বেনিয়াদের প্রভু মেনে স্যালুট করবে- এই যে মানসিকতা এটা পরাধীনতার মানসিকতা। এই মানসিকতা তৈরি করার সবটুকু সাফল্যের জয়মাল্য নিয়ে ইংরেজ বেনিয়ারা এ দেশের অখণ্ড সামাজিক ভিতকে খণ্ডিত করার প্রয়াস চালিয়েছিল। লর্ড ম্যাকলে কমিশন শিক্ষাব্যবস্থা এসব শ্রেণী সৃষ্টির গোড়ার কথা।

ইংরেজদের সৃষ্ট প্রভুসুলভ মানসিকতার ফসল পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের জন্ম। এরপর কয়েকটি যুগ পেরিয়ে গেছে। আমাদের দেশ বাংলাদেশ এখন স্বাধীন। এখনও দেশে সামাজিক শক্তিগুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে খণ্ডিত ও প্লাটফর্মে বিভক্ত। এর কারণ আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা এখনও লর্ড ম্যাকলে কমিশনের প্রলেতারিয়েতের কোটা থেকে বেরিয়ে আসতে পারেনি। এখানে পরিবর্তনের কথা যা বলা হচ্ছে সবটাই নড়বড়ে। যেমন '৯২-এর এসএসসি পরীক্ষার্থীদের নিয়ে এক নাজুক সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। স্কুলের বালকদের হাতে নাজেহাল হতে হয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের।

ইংরেজী একটা আন্তর্জাতিক ভাষা। শিক্ষার্থীর প্রাথমিক পর্যায় থেকে এর সংযোজন থাকার কথা- বাংলা এবং অংকের মতো। ইংরেজী বিষয় এখন শিক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে দুর্বোধ্য ও কঠিন বিষয়। অথচ শিক্ষার্থীদের পড়াশুনা শুরুর প্রথম পর্যায় থেকে এর সাহচর্য ও পরিচয় থাকলে ইংরেজী বিষয় বাংলা এবং অংকের মতোই স্বাভাবিক এবং সরল মনে হতো। কিন্তু পড়াশুনার মাঝবয়স থেকে শিক্ষার্থীদের পাঠ্যসূচীতে ইংরেজী দেয়া অনেকটা দুর্বোধ্য ডালে ঝুলিয়ে দেয়ার মতো। এরপর আস্ত ইংরেজীকে গলধঃকরণ করে মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে এসে সীমিতকরণ করা হয়। স্নাতক শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক থেকে ইংরেজীকে বিদায় করা হয়েছে বিগত কয়েক সাল ধরে। আর যারা উচ্চবিত্ত শ্রেণীর, ইংরেজীই তাদের পড়াশুনার মাধ্যম। এ হিসাবে উচ্চদরের বিনিময়ে সানবীম কিংবা স্কলাস্টিকার মতো অভিজাত শিক্ষালয়ে পাঠান হয়। এছাড়া গৃহে উচ্চমানের টাকার বিনিময়ে গৃহশিক্ষক বা গবর্নেস নিযুক্ত করা হয়। এ ধরনের অভিজাত শিক্ষালয়ে সমাজের উচ্চশ্রেণীর পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করার সুযোগ পাচ্ছে। এছাড়া উচ্চবিত্ত পরিবারের সন্তানরা দেশের বাইরে উচ্চমানের লেখাপড়া করছে। এমনি করে আমাদের দেশে শ্রেণীগত বৈষম্য তৈরি হচ্ছে। এ শ্রেণীর মাঝে সমাজের এক উঁচুতলার একটা শ্রেণী সব ধরনের শিক্ষার আবহ পরিবেশ ও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছে। এখন অবশ্য ইংরেজী প্রথম শ্রেণী থেকে স্নাতক পর্যায়ে মেডিক্যাল, ইঞ্জিনিয়ারিংসহ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

উপরের আলোচনার সারগর্ভে দেখা যাচ্ছে, এ দেশের শিক্ষার মান এখনও লজ্জাজনক পর্যায়ে এবং শিক্ষার মানটা একটা বিশেষ-শ্রেণীর পরিমণ্ডলে স্থির হয়ে আছে। এসবের প্রেক্ষাপটে আমাদের সামাজিক চেতনা, চিন্তাধারা এক কথায় সামাজিক মূল্যবোধকে, চেতনাকে পরিবর্তন করতে চাইলে প্রথমে আন্দোলিত করতে হবে পুরো সমাজকে এবং এই আন্দোলন সমাজের প্রতিটা পরতে পরতে পৌঁছে দেয়ার দায়িত্ব শিক্ষিত সমাজের। শিক্ষিত সমাজের কাছে সর্বসাধারণের অনুভূতিকে অবশ্যই বিবেচনায় আনতে হবে। সামাজিক পরিবর্তনের আবহ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে জনগণের গ্রহণ করার মানসিকতাকে বুঝতে হবে। উদাহরণস্বরূপ জাতীয় বাজেটে ভ্যাটের কথা আসুক না- ভ্যাট সম্বন্ধে গণচেতনার ভ্যাটের ধারণাকে সমৃদ্ধ না করেই হঠাৎ করে ভ্যাট চালু করায় আমাদের অর্থনীতি এখন রুগ্ন অর্থনীতিতে পরিণত হচ্ছে।

আমাদের দেশের সাড়ে এগার কোটি জনগণের মাঝে আট কোটি লোক অশিক্ষিত এবং এই আট কোটি অশিক্ষিত জনগোষ্ঠী ধর্মীয় গোঁড়ামিতে সিক্ত। ধর্মের সরল, সাবলীল ও ভাল ব্যাখ্যা পর্যালোচনার চেয়ে এরা সনাতন গতানুগতিক চিন্তাকে লালন ও ধারণ করে আছে। এরা পুরানোকে নিয়ে মশগুল থাকতে চায়। নতুন কিছু আবিষ্কারের চিন্তাকে আশ্রয় দিতে চায় না। বিশ্বময় এখন আবিষ্কারের নেশায় চলছে, এসব খবর রাখা ও এসব ধর্মীয় নষ্টালজিয়া আক্রান্তদের জন্য মনপূত নয়। ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার মতো প্রয়োগও যে সমমূল্যের একথা বুঝবার মতো মানসিকত তৈরি হয়নি। ইসলামে আছে শ্রমিকের শরীরের ঘাম শুকিয়ে যাবার সাথে তার মজুরি দিয়ে দাও। প্রতিবেশীকে উপোস দেখে নিজে পেটপুরে খাওয়া ধর্মে বারণ। নারী-পুরুষের ক্ষেত্রে লেখাপড়ার গুরুত্বও সমমানের। বলা হয়েছে, যিনি হিকমত লাভ করেছেন তিনি পরম সম্পদ লাভ করেছেন।